Sanatan Dharma

শিষ্য (পরম্পরা)	স্থান	মঠ	মহাবাক্য	বেদ	সম্প্রদায়
পদ্মপাদ	পূর্ব	গোবর্ধন পীঠম্	প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (চৈতন্যই ব্রহ্ম)	ঋগ্বেদ	ভোগবল
সুরেশ্বর	দক্ষিণ	শ্রীঙ্গেরি সারদা পীঠম্	অহং ব্রহ্মাস্মি (আমি ব্রহ্ম)	যজুর্বেদ	ভুরিবল
হস্তমালক	পশ্চিম	দ্বারকা পীঠম্	তত্ত্বমসি (তুমিই সেই)	সামবেদ	কিতাবল
তোটক	উত্তর	জ্যোতির্মঠ পীঠম্	অয়মাত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মা হলেন ব্রহ্ম)	অথর্ববেদ	নন্দবল

শঙ্করাচার্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়.

ভগবান শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়

উত্তর মীমাংসা দর্শন অন্তর্গত বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত মতবাদকে যিনি সুপ্রসিদ্ধ করেছেন সেই ভগবান শংকরাচার্য ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মকেও সুসংগঠিত এবং পুনঃপ্রচার করার ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রেখেছেন। তৎকালীন সনাতন ধর্মানুসারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংঘর্ষিক ও পরষ্পরের বিরোধী বিদ্বেষী সম্প্রদায়কে একসূত্রে গেঁথেছিলেন আদি শংকরাচার্য। পঞ্চমতের ঐক্যবিধান, সন্নত পূজা এবং দশনামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পুণ্যক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত স্থান এর চয়ণ করে ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ নির্মাণ করেন। দ্বারকায় শারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, বদরিনারায়ণ ধামে জ্যোতির্মঠ, রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। এই চার মঠে চারজন প্রধান দেবতা নিযুক্ত করলেন। যদিও শংকরাচার্য এর অদ্বৈত বেদান্ত মতের অধিকাংশ শিষ্যই শৈব তবে শংকরাচার্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে দশনামী শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে তার প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠের অধীনে নিয়ে এলেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে যে দশটি নামে পরিচিতি দেওয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতেই দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে। বর্তমানের প্রায় সকল গুরু পরম্পরা কোন না কোনভাবে উক্ত দশনামী সম্প্রদায় হতেই এসেছে নিম্নে চতুর্মঠ এর ভিত্তিতে দশনামী সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলঃ

1.গিরি
2.পার্বত
3.সাগর
4.বন
5.আরণ্যক
6.আশ্রম
7.সরস্বতী
8.তীর্থ
9.পুরী
10.ভারতী

শংকরমঠান্মায়ঃ-

১.শারদামঠঃ মঠস্থান দ্বারকা। আরাধ্য দেবতা সিদ্ধেশ্বর এবং দেবী ভদ্রকালী। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কীটবার। উপাধি (১)তীর্থ ও (২)আশ্রম। সামবেদ এর অধীনে চর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান পালিত হবে এবং মহাবাক্য তত্ত্বমসি সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত সকল রাজ্য শারদা মঠের অধীন। এই সকল রাজ্যের সন্ন্যাসীরা তীর্থ ও আশ্রম পদবীধারী হবে এবং এই মঠের অনুশাসন মেনে চলবে।

২.গোবর্ধনমঠঃ মঠস্থান পুরী। আরাধ্য দেবতা শ্রীজগন্নাথ এবং দেবী শ্রীবিমলা। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভোগবার। উপাধি (৩)বন ও (৪)অরণ্য। ঋগ্বেদ এর অধীনে ধর্ম চর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান পালিত হবে এবং মহাবাক্য প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, বর্ব্বর, গৌড়, সুক্ষ্ম, পৌণ্ড এবং লৌহিত্য প্রভৃতি পূর্বপ্রদেশে গোবর্ধন মঠের অধীন। এই সকল রাজ্যের সন্ন্যাসীরা বন ও অরণ্য পদবীধারী হবে এবং এই মঠের অনুশাসন মেনে চলবে।

৩.জ্যোতির্মঠঃ মঠস্থান বদরিকাশ্রম। আরাধ্য দেবতা বদরিনারায়ণ এবং দেবী পূর্ণাগিরি। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আনন্দবার। উপাধি (৫)গিরি, (৬)পর্ব্বত ও (৭)সাগর। অথর্ববেদের অধীনে ধর্মচর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান পালিত হবে এবং মহাবাক্য অয়মাত্মা ব্রহ্ম। কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কম্বোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশে জ্যোতির্মঠের অধীন। এই সকল দেশের সন্ন্যাসীরা গিরি, পর্ব্বত ও সাগর পদবীধারী এবং এই মঠের অনুশাসন মেনে চলবে।

৪.শৃঙ্গেরীমঠঃ মঠস্থান রামেশ্বর। আরাধ্য দেবতা আদিবরাহ এবং দেবী কামাক্ষী। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভূরিবার। উপাধি (৮)সরস্বতী, (৯)ভারতী ও (১০)পুরী। যজুর্বেদপীঠ নামে খ্যাত এবং মহাবাক্য অহম্ ব্রহ্মাস্মি। অন্ধ্র, দ্রবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ শৃঙ্গেরী মঠের অধীন। এই সকল প্রদেশের সন্ন্যাসীরা সরস্বতী, ভারতী ও পুরী পদবীধারী হবে এবং এই মঠের অনুশাসন মেনে চলবে।

শিষ্য (পরম্পরা)	স্থান	মঠ	মহাবাক্য	বেদ	সম্প্রদায়
পদ্মপাদ	পূর্ব	গোবর্ধন পীঠম্	প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (চৈতন্যই ব্রহ্ম)	ঋগ্বেদ	ভোগবল
সুরেশ্বর	দক্ষিণ	শ্রীঙ্গেরি সারদা পীঠম্	অহং ব্রহ্মাস্মি (আমি ব্রহ্ম)	যজুর্বেদ	ভুরিবল
হস্তমালক	পশ্চিম	দ্বারকা পীঠম্	তত্ত্বমসি (তুমিই সেই)	সামবেদ	কিতাবল
তোটক	উত্তর	জ্যোতির্মঠ পীঠম্	অয়মাত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মা হলেন ব্রহ্ম)	অথর্ববেদ	নন্দবল